বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৩

তারিখ: ০৮ জুলাই ২০২৪ / ২৪ আষাঢ় ১৪৩১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

অনাদায়ী ঋণ আদায়/সমন্বয়ে এক্সিট সংক্রান্ত নীতিমালা

ঋণগ্রহীতার ব্যবসা, শিল্প বা প্রকল্প কখনো কখনো বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে বন্ধ হয়ে যায় অথবা লোকসানে পরিচালিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা হতে গ্রাহকের অন্তর্মুখী নগদ প্রবাহ বন্ধ কিংবা কিস্তি পরিশোধের জন্য নগদ প্রবাহ অপর্যাপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে ব্যাংকের ঋণ আদায় কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। ফলশ্রুতিতে, উক্ত ঋণসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকৃত হয়ে যায় যা ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপী পর্যায়ে পড়ে না। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে গ্রাহকের প্রকৃত বিরূপ আর্থিক অবস্থার কারণে ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ এরূপ ঋণ এক্সিটের আওতায় আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এক্সিটের আওতায় ঋণ আদায়/সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় ব্যাংকসমূহ এক্সিটের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি বা মানদন্ড অনুসরণ করছে বিধায় এরূপ সুবিধা প্রদানে একটি অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্ণিতাবস্থায়, ঋণ আদায়ের মাধ্যমে ব্যাংকের তারল্য প্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং ব্যাংকিং খাতে শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাসকল্পে একটি অনুসরণীয় নীতিমালা জারি করা হলো।

২. সাধারণ নির্দেশনাবলী:

ক) এ নীতিমালা এক্সিট প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত হবে। এ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকসমূহ এক্সিট সংক্রান্ত নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করবে যা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে। ব্যাংক কর্তৃক প্রণীতব্য নীতিমালায় এ সার্কুলারে বর্ণিত শর্তাদির চেয়ে নমনীয় কোনো শর্ত যুক্ত করা যাবে না।

খ) ভবিষ্যতে আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ এরূপ বিরূপমানে শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে অথবা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে প্রকল্প/ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে অথবা ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রকল্প/ব্যবসা বন্ধ করার ক্ষেত্রে নিয়মিত ঋণের এক্সিট সুবিধা প্রদান করা যাবে।

গ) বিদ্যমান ঋণস্থিতির ন্যূনতম ১০% ডাউন পেমেন্ট নগদে পরিশোধপূর্বক এক্সিট সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে। ঋণগ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি কর্তৃক এক্সিট সুবিধা অনুমোদিত হতে হবে। তবে, মূল ঋণ অনূর্ধ্ব ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এক্সিট সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করা যাবে।

ঙ) এ সুবিধার আওতায় সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬ তারিখ: ২১ এপ্রিল ২০২২, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১৮ তারিখ: ২৪ মে ২০২২ এবং তদ্‌পরবর্তীতে জারিকৃত সাকুলার/সার্কুলার লেটারের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, মওকুফযোগ্য সুদ পৃথক ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে এবং সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ/সমন্বয়ের পর ব্লকড হিসাবে রক্ষিত সুদ চূড়ান্ত মওকুফ হিসেবে গণ্য হবে।

চ) এক্সিট সুবিধার আওতায় এক/একাধিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা যাবে। একাধিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিশোধসূচি প্রণয়ন করতে হবে। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ সাধারণভাবে ২(দুই) বছরের অধিক হবে না। তবে, পরিচালনা পর্ষদ যুক্তিসঙ্গত কারণ বিবেচনায় সর্বোচ্চ আরও ১(এক) বছর সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।

চলমান পাতা/০২

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হতে

৩. বিশেষ নির্দেশনাবলী:

ক) এক্সিট সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর ঋণের দায় সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এক্সিট পূর্ববর্তী ঋণের শ্রেণিমান বহাল থাকবে। খেলাপী ঋণগ্রহীতাগণ যথানিয়মে খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হবেন এবং উক্ত ঋণ হিসাবের তথ্য পূর্ববর্তী শ্রেণিমানের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো 'Exit (SS, DF, BL)' হিসেবে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী রিপোর্ট করতে হবে। তবে, নিয়মিত ঋণে এক্সিট সুবিধা প্রদান করা হলে 'Exit' হিসেবে রিপোর্ট করতে হবে।

খ) এ সুবিধা বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬/২০২২ এর আওতায় পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন হিসেবে গণ্য হবে না।

গ) এক্সিট সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীকে উক্ত ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ/সমন্বয়ের পূর্ব পর্যন্ত কোনোরূপ নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

ঘ) এক্সিট সুবিধার আওতায় অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪/২০২৪ এর নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।

ঙ) ঋণের বিপরীতে যথানিয়মে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে এবং ঋণ সমন্বয়ের পূর্বে ঋণের বিপরীতে গৃহীত জামানত অবমুক্ত করা যাবে না। তবে, ব্যাংক, গ্রাহক ও ক্রেতা আগ্রহী হলে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে আলোচ্য ঋণের বিপরীতে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে ঋণ সমন্বয় করা যাবে।

চ) এক্সিট সুবিধা প্রাপ্তির পর গ্রাহক পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণ আদায়ে ব্যাংক প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে তাদের নিয়মিত ও বিরূপমানে শ্রেণিকৃত বিনিয়োগ আদায়/সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৫. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

৬. এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোন: ৯৫৩০২৫২